পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১২ | সংখ্যা: ১১৬

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

অক্টোবর ২০২২

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি ঢাকার জনপ্রিয় ও মজাদার সব স্ট্রিটফুড নিয়ে দু'দিনব্যাপী 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব' মেলার আয়োজন করে পদক্ষেপ। সকলের জন্যে উন্মুক্ত এই উৎসব ঢাকার মোহাম্মদপুর রিং রোডের সূচনা কমিউনিটি সেন্টারে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত ১৫ ও ১৬ অক্টোবর সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর উপপ্রকল্প 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব' এর আয়োজন করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পদক্ষেপ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার প্রস্তুতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় স্ট্রিটফুড উদ্যোক্তারা মেলায় অংশগ্রহণ করে। চটপটি, ফুচকা, ঝালমুড়ি, জিলাপি, বাহারি কাবাব, জুস, চপ, পেয়াজু, সিঙ্গারা, সমুচা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, হালিম, মৌসুমি ফলের ভর্তাসহ জিভে জল আসা সব খাবার মেলার স্টলে পরিবেশিত হয়। এছাড়াও মুখরোচক সব খাবারের পাশাপাশি ছিলো পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প প্রসার' প্রকল্পের আওতায় রংপুরের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প উদ্যোক্তাদের তৈরি বাহারি সব কারুপণ্যের স্টল যা মেলায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। দুই দিনের এই মেলায় অসংখ্য ক্রেতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব' এর উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন 'বিশ্বের অনেক দেশেই কেবল শখে নয়, দুপুর কিংবা রাতের খাবারে স্ট্রিটফুডকেই বেছে নেয়া হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও সাধ্যের মধ্যে দুপুর কিংবা রাতের খাবার হিসেবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর স্ট্রিটফুডের চাহিদা তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্ট্রিটফুড উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি চাকুরী প্রার্থী শিক্ষিত তরুণেরাও দারুণ ভূমিকা রাখতে পারেন।' পদক্ষেপ এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট এ.বি.এম সিদ্দীক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্যকর উপাদান ব্যবহার করে খাবার তৈরি, পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পোড়া তেল পুনরায় ব্যবহার না করার সচেতনতাগুলো অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর উপপরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক সাইয়েদুল ইসলাম, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ সামসুজ্জামান লেলিন'সহ পিকেএসএফ ও পদক্ষেপ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বর্তমানে রাজধানী ঢাকায় প্রায় ৬০ লাখ মানুষ স্ট্রিট ফুড বা রাস্তার খাবার খায়। স্বল্পমূল্য ও মুখরোচক বলে এ ধরনের খাবার জনপ্রিয় হচ্ছে দিন দিন। একই সঙ্গে অর্থনীতির বিকাশে অবদান রাখছে। স্ট্রিটফুড উদ্যোক্তাদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি, পরিবেশন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানে ও ভোক্তাদের সচেতন করার অংশ হিসেবেই আয়োজন করা হয়েছিল 'নিরাপদ স্ট্রিটফুড উৎসব'। উৎসবের শেষ দিনে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্য ও মাইক্রোফাইন্যান্স পরিচালক মহোদয়ের হাওর জোনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য নাহিদ আক্তার ও পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক হাওর জোনের মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের ভৈরব, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর নতুন ব্রাঞ্চ'সহ সিবিও কার্যক্রম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রসপারিটি প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে ভৈরব ব্রাঞ্চে জোনাল ও এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে বিশেষ সভা করেন। এছাড়াও আইজিএ এবং সিবিও পরিদর্শন শেষে নেত্রীদের সাথে বর্তমান অবস্থা ও পরবর্তী করনীয় বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। পরিচালক

মহোদয় বলেন, নতুন ব্রাঞ্চ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাভে নিয়ে আসতে হবে, সঞ্চয় আদায় ও পিএসএসএসএল আদায়ের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের উপর ফান্ডের চাপ কমানো এবং নতুন কর্মএলাকায় পদক্ষেপ এর কার্যক্রম সম্পর্কে বেশী বেশী প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে, সদস্য নির্বাচন ও ঋণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, পদক্ষেপ এর দর্শন ও মূল্যবোধ মেনে কাজ করতে হবে, তহবিল তসরুপ প্রতিরোধ করতে হবে, কাগজের ব্যবহার কমাতে হবে, প্রতিটি সিবিওতে চলতি বছরে কম্পিউটার প্রদান এবং সিবিও কর্মীকে কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি সিবিও কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন বা সফটওয়ার এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

"প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস" প্রকল্পের শেয়ারিং অব লেসন্স লার্ন্ট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প ' প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' প্রকল্পের ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এবং রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার সদস্যদের অংশগ্রহণে "শেয়ারিং অব লেসন্স লার্ন্ট" শীর্ষক ওয়ার্কশপ পদক্ষেপ এর পিআইডিএম ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে এবং পদক্ষেপ এর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ও সহকারী পরিচালক আয়শা সিদ্দীকা এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর যুগ্ম সচিব ও সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার) মোঃ রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর এর উপপরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ ইউসুফ আলী, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি) মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। তিনি বলেন, সক্ষমতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা পদক্ষেপ এর মূল উদ্দেশ্য এবং ফুড সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে আমারা নগরবাসীর জন্য নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে ৩৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছি। কর্মশালায় প্রকল্পের শুরু থেকে এপর্যন্ত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহ প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্মপরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। প্রধান অতিথি বলেন, উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদের সুস্থ মানব জাতির প্রয়োজন, আর সুস্থ মানব জাতির জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য। তিনি পদক্ষেপ এর স্ট্রিট ফুড প্রকল্পটির চলমান টেকসই কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ ইউসুফ আলী বলেন, পরিবেশ রক্ষায় চাই সচেতনতা আর টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে এক একটি ছোট পরিবর্তন পরিবেশের উপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে। এ ক্ষেত্রে স্ট্রিট ফুড প্রকল্পটি একটি মডেল। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সমূহের প্রসংশা করে মো: মঞ্জুর মোরশেদ আহম্মেদ বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, স্ট্রিট ফুড প্রকল্পটি একটি সময় উপযোগী প্রকল্প বলে আমি মনে করি। তিনি ভবিষ্যতে ফুড সার্ভিস প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে সার্বিক সেবার পরিধি কিভাবে আরো সম্প্রসারণ করা যায় এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চত করার বিষয়ে কিভাবে এক সাথে কাজ করা যায় সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগত বা কর্মক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থবিধি, নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণরোধ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন । কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হতে হবে। তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে কালিযুক্ত কাগজে খাবার পরিবেশন না করার আহবান জানান।

উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ, অডিট বিভাগ এবং প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্মপরিচালকবৃন্দ, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের সিনিয়র পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পদক্ষেপ এর এসইপি প্রকল্পের পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণের লক্ষ্যে উপজেলা এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর "পরিবেশ বান্ধব উপায়ে সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন ও ব্যবসা জোরদারকরণ" উপপ্রকল্প থেকে গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে চকরিয়া উপজেলার মোহনা মিলনায়তনে একটি উপজেলা এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদক্ষেপ এর জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিসিক কক্সবাজার জেলার ডিজিএম জাফর ইকবাল ভুঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে চকরিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস.এম নাসিম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক রঞ্জন কান্তি পন্ডিত। সভাপতি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় কক্সবাজারে লবণ চাষীদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পদক্ষেপ। তিনি লবণ চাষীদের জীবনমান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার সদর, চকরিয়া ও চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং লবণ ব্যবসা শক্তিশালীকরণে এসব অঞ্চলের ৮৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কাজ করছে। প্রধান অতিথি বলেন, বৃহত্তর চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ কক্সবাজার ও বাঁশখালীতে বিস্তৃত হয়ে আছে লবণ শিল্প। লবণ শিল্পের সাথে জড়িত সকল পেশাজীবী মানুষ বর্তমানে কঠিন সময় কাটাচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে লবণ শিল্প ও লবণ চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে এই শিল্প বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে পদক্ষেপ যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে জন্য বিসিকের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে লবণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও লবণের মান সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তায় বিসিক সব সময় পাশে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি সম্প্রতি লবণে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি কথা উল্লেখ করে প্লাস্টিকমুক্ত লবণ উৎপাদনে চাষীদের উৎসাহি করতে পদক্ষেপ কর্তৃক পলিথিনবিহীন লবণ উৎপাদন ও সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেইসাথে পলিথিন রিসাইকেল প্রক্রিয়ার প্রশংসা করে বলেন, এই প্রক্রিয়ায় একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন রক্ষা পাবে একইভাবে লবণচাষীরা ব্যবহৃত পলিথিন থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

লবণ চাষীদের জন্য পদক্ষেপ এর বিভিন্ন ধরণের আর্থিক ও কারিগরি সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য শেড তৈরী, স্বচ্ছ পানির ব্যবস্থা, হ্যান্ড পাম্প এবং ল্যাট্রিন স্থাপন ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করায় লবণ চাষীদের পক্ষে থেকে পদক্ষেপ এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চকরিয়া উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন লবণ পরিশোধন বা ক্রাসিং মিলের মালিক ও লবণ চাষীগণ।

বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন করলো 'পদক্ষেপ'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শহীদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ১৮ অক্টোবরে দ্বিতীয় বারের মতো রাসেল দিবস পালিত হয়েছে। শেখ রাসেল জাতীয় দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক। শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের এই দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গবন্ধু ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের নির্মম বুলেট থেকে রক্ষা পাননি ছোট্ট শিশু রাসেলও। বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে নরপিশাচরা নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করেছিল। তিনি ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত হয়েছে। রাসেল দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে পদক্ষেপ প্রধান কার্যালয়সহ সকল জোন, এরিয়া এবং ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন কমসূচি পালন করেছে। সংস্থার নিবাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর নেতৃত্বে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া সংস্থার মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সমূহ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ'সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় কর্মসূচির আলোকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে দিবসটি পালন করে।

একটি স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে পৃথিবীর নিরাপদতম আশ্রয় বাবা-মায়ের কোল থেকেই কেড়ে নিয়ে হত্যা করা হয় শিশু রাসেলকে। এতেই প্রমাণিত হয় শিশুদের জন্যে বাসযোগ্য পৃথিবীর অর্থ কতো বিস্তৃত একটি ধারণা। আগামী দিনগুলোতে এই দিবসটিই পরিণত হোক সকল শিশুর জন্যে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকার সুদৃঢ় করার উপলক্ষ্য রূপে"।

কুমিল্লায় পদক্ষেপ এর বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে কুমিল্লায় পদক্ষেপ "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন" (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার মোঃ আঃ মোমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর সোনিয়া আক্তার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সুপারভাইজার মোঃ আল আমিন সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, প্রশিক্ষকবৃন্দ। ফিল্ড সুপারভাইজার এইচ এম গোলাম কিবরিয়া এর সঞ্চালনায় সভায় সকলের উদ্দেশ্যে অতিথিগণ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন এবং কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়িক সনদ বিষয়ক কর্মশালা

পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের ব্যবসায়িক আইনগত সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তার উপর গত ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার শুরুতে পরিচিতি পর্ব শেষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার মোঃ মিনহাজুল বারী। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান লাইসেন্স পরিদর্শক মোঃ শামীম হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স পরিদর্শক মোঃ একরাম হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন, ব্যবসার প্রথম এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স, তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যেন তাদের ব্যবসায়ের আইনগত বৈধতা পাওয়ার জন্য ব্যবসায়িক সনদ তথা ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট পরিবেশগত ছাড়পত্র ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ইস্যু করেন। আমাদের দেশে অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করছেন। যা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং আইন বিরোধী। তিনি সনদায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এরকম সভা অয়োজন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা না হলে অনেক উদ্যোক্তা আছেন যারা ট্রেড লাইসেন্স কি, কিভাবে এই লাইসেন্স করতে হয় এবং এর নবায়ন সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নাই। এ ধরনের সমস্যা দুর করার জন্য এ রকম সভার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ অতিথি বলেন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্সের পাশাপাশি টিন সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবগত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টিন কি এবং কি কাজে লাগে, কাদের টিন সার্টিফিকেট লাগবে, কিভাবে টিন করতে হয়, ই-টিন কি ও এর রির্টান দাখিল কিভাবে করতে হয় এসকল বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বর্তমানে ব্যবসা করতে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। তিনি এসকল কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান।

অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওয়ার্কশপটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সকলে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান। তারা উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এ ধরনের ওয়ার্কশপ আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরত্বারোপ করে উপস্থিত সকলের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে আরও কর্মশালা আয়োজনের সহযোগিতা কামনা করে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। কর্মশালায় সকলের স্বতফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে কর্মশালাটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। কর্মশালায় প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইসিসিসিপি-ফ্লাড প্রকল্পের কার্যক্রম

পদক্ষেপ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে গ্রামীণ চর এলাকার দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতভিটা উঁচুকরণ, বন্যামুক্ত নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, চর এলাকায় উচ্চমূল্যের কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড কর্তৃক অর্থায়নকৃত ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ এর এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইসিসিসিপি-ফ্লাড) প্রকল্পের আওতায় উক্ত কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে। অক্টোবর ২০২২ মাসে প্রকল্পের আওতায় ৮৩০টি বসত ভিটায় মাটি ভরাট করে উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া ১৯১টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ৩১টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে । ১১৫২ জন উপকারভোগীকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ৭০১ জনকে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং ২৬৪ জনকে গম চাষে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেইসাথে ৭০১টি ছাগলের মাঁচা প্রদান, ২৬৪ জনকে বারিগম ও সার এবং ১১৫২ জনকে ব্রি-৫১ ও ব্রি-৫২ ধানের বীজ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি দলের ১০০ জন সভানেত্রীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৫০৫টি সাপ্তাহিক সভা পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন গ্রুপ নামে ১০০টি দল গঠনের মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হয়। এসব সভায় সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় এবং কি উপায়ে সহজে সকলে মিলে একসাথে কাজ করা ও ঘরবাড়ির যত্ন নেয়া যায় এবং ভরাট করা বসতবাড়ি সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সেইসাথে বাড়ির চারপাশে ফলের গাছ ও সবজি চাষ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জ্ঞান বিনিময় সফর

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, আধুনিক ফুড কার্ট এবং বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড আইটেম সম্পর্কে ধারনা, কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপ প্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস এর আওতায় গত ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে একটি জ্ঞান বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর সিটি করপোরেশনের আওতায় রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার এবং ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতায় মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ব্রাঞ্চের এসইপি সদস্যদের হোটেল/রেস্টুরেন্টগুলো পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকা'র সভাপতিত্বে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে দিনব্যাপী ঢাকার বিভিন্ন হোটেল/রেস্টুরেন্টগুলো পরিদর্শন করা হয়। উক্ত সফরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, আধুনিক ফুড কার্ট সম্পর্কে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ, বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড আইটেম সম্পর্ক অবগত হওয়া এবং কর্মক্ষেত্রে কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনভায়রমেন্ট অফিসার মৌসুমি কর, টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার ও ননী গোপাল রায়, ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান এবং একাউন্ট এ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার মো রফিকুল ইসলাম।

প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পে কর্মক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির উপর প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে সম্প্রতি খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কাজের উপর একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে রংপুর সদর ও সিও বাজার শাখার কর্মএলাকার উদ্যোক্তাদের নিয়ে পদক্ষেপ হস্তশিল্প ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার জনাব মো: ফখরুল ইসলাম। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন সেইসাথে পরিবেশগত উন্নয়নমূলক চর্চাগুলো সঠিকভাবে পালনে এবং খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য পরিবেশন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ পানির ব্যবহার, সঠিক তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা, নিরাপদ খাদ্য বিক্রয় করা ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। খাদ্য কি, খাদ্য নিরাপত্তা কি, খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি কি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুবর্ণ নিয়ম কি, স্বাস্থ্যঝুঁকি কি,

ভৌত ঝুঁকি কি এবং রাসায়নিক ঝুঁকি কি, সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বলতে কি বোঝানো হয়, সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী ব্যবস্থাপনা, ডিসপোজাল গ্লোভস কতক্ষণ পর পাল্টানো উচিৎ, খাবার পুনরায় গরম করার নিয়ম, ডিসপ্লেতে খাবার রাখার নিয়ম, তৈজসপত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখার নিয়ম'সহ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সমস্ত কলাকৌশল আলোচনা করেন টেকনিক্যাল অফিসার ননী গোপাল রায়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ডকুমেন্টেশন ও মনিটরিং অফিসার মো: মোস্তাফিজার রহমান। প্রশিক্ষণটিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার ও কমিউনিটি ম্যানেজারগণ। মানসম্মত খাদ্য তৈরি ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রেখে টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করার আশা ব্যক্ত করে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১৫, ২৪ ও ২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দিনাজপুর জেলায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ৩টি পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি 'পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ কি, পরিবেশের উপাদানগুলো কি কি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণগুলোতে আলোচনা করা হয়। এ সময় পরিবেশের ক্ষতি না করে ও পরিবেশের উপাদান যথাযথ ব্যবহার করে কিভাবে ব্যবসার উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে কিভাবে খাবার তৈরি করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার"। প্রশিক্ষণে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক আলোচনা এবং নিরাপদ কর্ম পরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া উদ্যোক্তারা যেন ব্যবসায়ীক সকল কার্যক্রম মেনে পরিবেশকে ঠিক রেখে ব্যবসা পরিচালনা করেন সে বিষয়ে বক্তারা বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

এরমধ্যে ২৪ অক্টোবরের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিনাজপুর জেলার পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সামিউল আলম কুরসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পদক্ষেপ এর দিনাজপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ছালিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চের ম্যানেজারবৃন্দ ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ভাবনী হস্তশিল্প তৈরিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তাদের হস্তশিল্প পণ্য তৈরীর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প উপপ্রকল্পের উদ্ভাবনী হস্তশিল্প তৈরিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় উক্ত প্রশিক্ষণটি প্রদান করেন বৈশাখী বুটিকস এর সত্ত্বাধিকারী মাসুদ রহমান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ব্লক ও বাটিক এর উদ্ভাবনী বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্যগুলো ছিল, ব্লক ও বাটিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান, বিভিন্ন ধরনের রং এর পরিচিতি ও ব্যবহার, কাপড়ে রং প্রয়োগ, রং এর ছাপা ও পদ্ধতি, বাটিক প্রিন্ট ও টাই ডাই করার পদ্ধতি, তৈরীর খরচ, প্রশিক্ষনার্থীদের অনুশীলন যাচাই এবং গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ ইত্যাদি। এসময় অংশকারীদেরকে রং বানানো থেকে শুরু করে ব্লক ও বাটিকের কাপড়ের উপর রং দেওয়া ইত্যাদি হাতে কলমে শেখানো হয়।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতা করেন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধমে প্রশিক্ষণটি ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণটিতে বক্তারা উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজনে পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার ঘটানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি সভা

পদক্ষেপ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর উপপ্রকল্প প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস প্রকল্পের আওতায় গত ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকা উদ্যানে খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির কৌশল, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নিরাপদ খাদ্য তৈরি ও পরিবেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে ভোক্তার সচেতনতা এবং করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ স্ট্রিট ফুড প্রকল্পের সফল উদ্যোক্তা মো: শওকত মোল্লা। এছাড়াও সভায় ভোক্তা ও প্রজেক্টের এনভায়রমেন্ট অফিসার মৌসুমি কর এবং টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার, ঢাকা উদ্যান ও নবোদয় হাউজিং এবং মোহাম্মদপুর এলাকার উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান রেখে সভাটি সমাপ্ত করা হয়।

সফলতার গল্প

সফল নারী উদ্যোক্তা সানজিদা আক্তার শিউলি

স্থলবন্দর ও যশোর জেলার সীমান্ত শহর বেনাপোলের মোরশেদ হোসেনের মেয়ে সানজিদা আক্তার শিউলি (৩০) সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণের পর ২০১৬ সালে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় শার্শা উপজেলার উলাশী গ্রামের ঈমান আলীর ছেলে মো: জাকির হোসেনের সাথে। বিয়ের পূর্ব থেকেই জাকির তার পিতার মুদি দোকান দেখার পাশাপাশি বাড়ির আঙ্গিনায় ছোট পরিসরে গরু মোটাতাজাকরণ ব্যবসার কাজ পরিচালনা করতেন। জাকিরের বড়ভাই এবং পিতার সাথে ১ একর কৃষি জমিতে চাষাবাদ ও মুদি ব্যবসা করে ১০ সদস্যের একান্নবর্তী পরিবারের সকল ব্যয় নির্বাহ করতেন।

স্নাতক ডিগ্রিধারী হলেও স্বামীর সংসারে এসে কোন চাকুরীর চেষ্টা না করে স্বামীর গরুর খামার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং খামারের পরিধি বাড়াতে বাড়তি মূলধণের জন্য পদক্ষেপ এর যশোর জোন ও এরিয়ার গদখালী ব্রাঞ্চের আওতাধীন শার্শা উপজেলার উলশী গ্রামের বনফুল মহিলা সমিতিতে ২০২০ সালের জুন মাসে ভর্তি হয় সানজিদা আক্তার শিউলি। তিনি পদক্ষেপ এর আর্থিক সেবার আওতায় ৩ দফায় মোট ২২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে গড়ে তোলেন "ঈমান আলী ডেইরী ফার্ম" নামে গরু মোটাতাজাকরণ প্রতিষ্ঠান। ট্রেড লাইসেন্সধারী ফার্মটি নিয়মিত আয়কর প্রদান করে।

"ঈমান আলী ডেইরী ফার্ম" এ মূলত: সাধারণ ষাঁড় গরু ক্রয় করে আড়াই থেকে তিন মাস বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিচর্যা করে সুস্বাস্থ্য, মোটাতাজা করে গরু বিক্রয় করা হয়। এক একরের বসতভিটার চারপাশে সীমানা প্রাচীর দিয়ে এরমধ্যে সেড তৈরি করে গরু রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। এই সেডে প্রায় ১৫০টি গরু রাখার ব্যবস্থা থাকলেও অফ সিজনের কারণে এখন ফ্রিজিয়ান ১০টি ও দেশী ৬০টি গরু রয়েছে। দেশী গরু প্রতিটি ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় ক্রয় করে তিন মাস পর ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন এবং ফ্রিজিয়ান গরু ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকায় ক্রয় করে ১.৫ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়। গরু রাখার সেড, জমি ও অন্যান্য অনুসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু গরু ক্রয় খাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে এই ফার্মে যা থেকে বাৎসরিক গড় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নীট লাভ হয়।

পরিবারের সদস্য ছাড়াও স্থায়ী ৪ জন কর্মী এই খামারে কাজ করে। নিয়মিত গরু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য হাটে নির্ধারিত এজেন্টদের সাথে পরিবারের সদস্য ও ২ জন কর্মী কাজ করে। খামার পরিচর্যা ও গোখাদ্য তৈরিতে ২ জন কর্মীর সাথে অনিয়মিত লোকবল নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও গরুর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় পশু চিকিৎসক নিয়োজিত রয়েছে। খামারের আয় থেকে সংসার ও পড়ালেখার খরচ বাদ দিয়েও প্রতিনিয়ত পারিবারিক সম্পদ, স্বচ্ছলতা ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিবারে সানজিদার গ্রহণযোগ্যতা। ঘরণীর গৃহকর্মের পাশাপাশি সুচিন্তিত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে গ্রামের এক গৃহবধু সানজিদা আক্তার শিউলি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

অক্টোবর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২১১ জন

অক্টোবর ২০২২ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে শিক্ষানবীশকাল উত্তীর্ণ ১১৬ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে ক্লাসরুম ভিত্তিক 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে এবং সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার, সিনিয়র ব্যবস্থাপক (এডমিন এ্যান্ড একাউন্টস)'সহ মোট ৯২ জনকে অনলাইন ভিত্তিক 'মাইক্রোজেন সফটওয়্যার বাস্তবায়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পিকেএসএফ কর্তৃক 'Executive Leadership Training' ও 'Capacity Development in Microenterprise Financing Operations' বিষয়ে পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক এবং সিডিএফ আয়োজিত 'মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ের উপর ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ১০৫৬ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ'সহ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ'সহ ২৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১০৫৬ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৭টি সভা ও ১০টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৪৫৭টি

অক্টোবর ২০২২ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৪৫৭ জন গ্রাহককে ২.০২ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৬,১৫৬ জন গ্রাহককে ৪৯৭.৭৭ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া'সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১২৬ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

অক্টোবর ২০২২ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম পদে ১২৬ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) জোনে ১২ জন, ময়মনসিংহ জোনে ১৫ জন, বরিশাল জোনে ৩ জন, পটুয়াখালী জোনে ১৭ জন, যশোর জোনে ৪০ জন, বি-বাড়িয়া জোনে ৩৯ জন।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

অক্টোবর ২০২২ মাসে সিপিএফ হতে ৩৩ জন কর্মীকে ৩৮,৬১,২০৯/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩৫ জন কর্মীকে ১,৪৮,৯০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৪২ জনকে ১২,৬৬,৮৪৭/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৫ জনকে ৭৫,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org